স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেণ্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫১শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৭ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৭১ ইংরাজী 1st July 1964 { ৭ম সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ১১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা গন্ধহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
১১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সবচেয়ে সুবিধায় বই কিনতে হ'লে
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ষ্টুডেণ্টস্-ফেভারিট-এ আসুন।

আমাদের বিশেষত্ব :— রঘুনাথগঞ্জ (বাস ষ্ট্যাণ্ড)

* এক সঙ্গে সেট বই সরবরাহ করা
* শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়া
* ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য ও অর্থপুস্তক নির্ব্বাচনে সহায়তা করা
* আমাদের সততায় সকলের সহানুভূতি লাভ করা।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭১ সাল।

স্বাধীনতার স্বাদহীনতা

স্বাধীনতা কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত কোনও অভিজ্ঞতা নাই। বিদেশী ইংরাজের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করে, তখন হইতে কোন বিপদ হইলে লোকে "দোহাই কোম্পানি বাহাদুরের" বলিয়া আত্মরক্ষায় আর্ত্তনাদ করিত। মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন শাসন-কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন, তখনও কোম্পানির মুলুক বলিয়া লোকে এ দেশকে অভিহিত করিত। 'মহারাণীর মুলুক'ও না বলিত এমন নয়। পরাধীন দেশের আত্মরক্ষায় 'দোহাই মহারাণীর' বলিয়া অভয় আমন্ত্রণ করিত। এত দিনের পরাধীন আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ কি, স্বাধীনতার স্বাদ কি প্রকার তাহা কেমন করিয়া জানিব।

আমাদের বাল্যকালের একটী ঘটনা মনে পড়ে—আমাদের দেশে বাগানে আম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল ফলিয়া থাকে। তখনও কোন বাবুর বাগানে গোলাপ জাম ফলে নাই। দুই একটি বাগানে জামরুল ফলিয়াছিল। সুজাপুর গ্রামের এক বৃদ্ধ মুসলমান এই জামরুল ফেরী করিয়া বেচিত। সে পাড়ায় পাড়ায় 'চাই গোলাপ জাম' বলিয়া জামরুল দিয়া লোকের গোলাপ জাম খাওয়ার সাধ মিটাইত। তারপর যখন সত্যিকার গোলাপ জাম আসিল, তখন বুঝিলাম, লোকটা আমাদের কি বলিয়া কি খাওয়াইয়া ঠকাইয়াছে। হয় তো সে বেচারার অপরাধ নাই, সেও বোধ হয় জানিত না—গোলাপ জাম কাকে বলে। আমাদের নেতৃবর্গ আমাদের কাছে স্বাধীনতা বলিয়া যে দ্রব্য বিলি করিতেছেন, ভয়ে ভয়ে তাই হাসিমুখে গ্রহণ করিতে হইতেছে। কখনও স্বাধীন দেশে যাই নাই। স্বাধীন দেশের লোক কি সুখ ভোগ করে, সেখানকার খাওয়া পরা আমাদের মত কি না, তাহা তুলনা না করিলে বুঝিতে পারিব না যে স্বাধীনতার স্বরূপ কি? তবে যে স্বাধীনতা আমরা রোজ উপভোগ করিতেছি তা যেন বেশী দিন ভোগ করিলে ধরাধামে বাস করাই দুরূহ বলিয়া মনে হইবে। সবাই বলে—দেশে খাঁটি মানুষ নাই, খাঁটি জিনিস নাই। মানুষ দেখিলেই মনে হয়—হয় তো এ লোকটা হিতাকাঙ্ক্ষীর বেশে চোর। স্বাধীনতা নামটাই আমাদের কাছে শববাহকদের কণ্ঠে হরিধ্বনির মত হৃদ্‌কম্প উপস্থিত করে।

বুড়ো বুড়ীদের মুখে আমরা হারাধন কানার দুধ খাওয়ার ভীতির কথা শুনিতাম। হারাধন জন্ম অন্ধ। কাঙালের ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে জ্ঞান হওয়ার পর সে কখনও দুধ খায় নাই। যখন লোকে তাকে বলতো—হারু কানা! দুধ খাবি? সে উত্তর করতো না ভাই ঠোঁট কেটে যাবে। লোকে তার দুধ খেয়ে ঠোঁট কাটার কথা শুনবার জন্য তামাসা ক'রে বল্‌তো হারু দুধ খাবি?

ব্যাপারটা হচ্ছে একদিন হারু তার এক ধনী স্বজাতির বাড়ীতে অতিথি হয়। ধনী তাকে বলে হারু দুধ খাবি?

হারু—দুধ কেমন দাদাবাবু!

ধনী—সাদা বকের মত।

হারু—বক কেমন?

ধনী—ঠোঁট আছে।

হারু—ঠোঁট কেমন?

একটি চাকরের হাতে একখানা কাস্তে ছিল ধনীটি তাই নিয়ে হারুর হাতে দিল। হারু কাস্তেতে হাত বুলিয়ে দেখে বলে উঠলো—না দাদাবাবু, দুধ খাবো না, ঠোঁট কেটে যাবে। আমাদের দেশের ধনী ও ক্ষমতাপন্ন দাদাবাবুরা চাল, ডাল, তেল, কাপড় সব নিয়ে যে চাল চালতে আরম্ভ করেছেন, তাতে আমাদের মত হারু কানার দুধ খেলে ঠোঁট কাটার ভয় পদে পদে। তবুও জাতীয় পতাকার সামনে মস্তক অবনত করিয়া অভিবাদন করি। স্বাধীনতার স্বাদহীনতা কবে দূর হইবে তাহা ভবিতব্যই জানেন।

ডাক্তারদের উত্তম মধ্যম ধোলাই

সিউড়ীর সহযোগী ময়ূরাক্ষীতে প্রকাশ—সর্ব্বত্র সকল সরকারী হাসপাতালে ভর্ত্তি হইবার জন্য রোগীর ভিড় যেমন অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইতেছে, হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ তাল সামলাইবার জন্য তেমনি বিব্রত হইয়া উঠিতেছেন। নির্দ্দিষ্ট বেড সংখ্যার অনেক বেশী রোগী সকল হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়; ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মাটিতে বিছানা পাতিয়া বহু অতিরিক্ত রোগী ভর্ত্তি করতঃ হাসপাতালকে খোঁয়াড়ে পরিণত করিয়াও রোগীর ভিড় সামলান দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এত সদাশয়তা সত্ত্বেও অধিকাংশ সরকারী হাসপাতালে অধিকাংশ ডাক্তারের বিরুদ্ধে নিদারুণ অর্থ-পিশাচ বৃত্তির ঘৃণ্য দুর্নামের অন্ত নাই। ডাক্তারকে দেবতার দৃষ্টিতে দেখা সনাতন ভারতীয় স্বভাব। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ হাসপাতালে অধিকাংশ ডাক্তারকে সাধারণ লোক কসাইয়ের দৃষ্টিতে দেখে—নিশ্চয়ই ইহার কিছুটা সঙ্গত কারণ আছে। অর্থ-পিশাচ নয় এমন ডাক্তারের সংখ্যা অতি অল্প—ইহাই দেশের প্রচলিত জনমত এবং বহু লোকের অভিজ্ঞতালব্ধ অভ্রান্ত অভিমত।

রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে এক রোগীর ব্যাপারে জনগণ ক্ষিপ্ত হইয়া কতিপয় সরকারী ডাক্তারকে গো বেড়ান বেড়াইয়াছে। ডাক্তারদের অপরাধ নাকি তাঁহারা মরণাপন্ন এক রোগীকে ভর্ত্তি করেন নাই—যেহেতু ডাক্তারদের জুলুম মাফিক ঘুষের টাকা দিবার আর্থিক সাধ্য রোগীর ছিল না। ভর্ত্তি হইতে না পারিয়া সেই রোগী বাহিরে পড়িয়া থাকে এবং পরদিন বিনা চিকিৎসায় নাকি মারা যায়। মরার পর ডাক্তাররা সেই রোগীকে নাকি একটি বেডে স্থান দিয়া চিকিৎসার এক নকল কপট অভিনয় রচনা করেন। এবং এই কারসাজি ফাঁস হইয়া যায়। তখন উন্মত্ত জনতা ডাক্তারদের কাহাকেও কাহাকেও উত্তম মধ্যম ধোলাই করিয়াছে। ধোলাইয়ের পর হাসপাতালের অবস্থার আশাতীত উন্নতি হইয়াছে—সিভিল সার্জ্জেন তৎপর অনুসন্ধান করিয়াছেন; মেডিক্যাল অফিসার ছুটি লইয়াছেন; অন্যান্য ডাক্তারের

টাকার থাই কমিয়াছে, রোগীদের তত্ত্বাবধানের উন্নতি হইয়াছে। রামপুরহাট সহর ও মহকুমায় জনরব উত্থিত হইয়াছে "মায়ের চোটে ভূত পালায়।" চিকিৎসাবৃত্তি দেবতার বৃত্তি বলিয়া সর্ব্বজনমান্য—পিশাচবৃত্তিতে পরিণত হওয়ার অভিযোগে সেখানেও দমদম দাওয়াই অমোঘঅস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল।

বিবাহের পূর্ব্বদিনে ডাকাতি

কন্যাদায়গ্রস্ত সর্ব্বস্বান্ত

বিগত ২২শে জ্যৈষ্ঠ বর্দ্ধমান সদর থানার বগুস ইউনিয়নের সিরিজপুর গ্রামের শ্রীপ্রভাকর হাজরার বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। উহার পরদিনই শ্রীহাজরার কন্যার বিবাহের দিন ছিল। বিবাহের যৌতুকস্বরূপ নগদ ও অলঙ্কারে ৮০০০ টাকা এবং বিবাহ উপলক্ষে আগতা আত্মীয়া মহিলাদের অলঙ্কার ও নগদে প্রায় ৩০,০০০ টাকা লইয়া দুর্ব্বৃত্তদল পলায়ন করিয়াছে। ডাকাতদল গৃহস্বামী ও তাহার পুত্রকে ভীষণ ভাবে আহত করিয়াছে। তাঁহাদিগকে বর্দ্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছে। গ্রামের সমস্ত লোক জাগিয়া উঠা সত্বেও কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশী শ্রীচারু সোম ও গোপাল সোমের বন্দুক থাকিতেও ডাকাত প্রতিরোধে তাঁহারা ব্যবহার করেন নাই—এজন্য তাঁহাদের বন্দুক দুইটী পুলিশ কর্ত্তৃক আদালতে জমা দিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 'দামোদর'

শ্রী এন, সি, চ্যাটার্জী

আরোগ্যের পথে

গত ১৪ই জুন প্রাতে বর্দ্ধমান বিজয়চাঁদ রোড দিয়া সাইকেল রিক্সায় যাইবার সময় পিছন দিক হইতে একটি রিক্সা আসিয়া ধাক্কা দিলে শ্রী এন, সি চ্যাটার্জী এম, পি, রাস্তায় পড়িয়া যান ও মাথায় আঘাত পান। সংবাদ পাইয়া বিজয়চাঁদ হাসপাতালের আর, এম, ও বিশিষ্ট শল্যশাস্ত্রবিদ্ ডাঃ সন্তোষ মুখার্জী সঙ্গে সঙ্গে এম্বুলেন্সযোগে হাসপাতালে লইয়া গিয়া চিকিৎসা করেন। পরদিন এক্সরে প্লেট লওয়ার পর তিনি কলিকাতায় চলিয়া যান। তথায় তিনি আরোগ্যের পথে। 'দামোদর'

মুর্শিদাবাদ সুইমিং য়্যাসোসিয়েশন

গত ১৪ই জুন বহরমপুর বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় ১৯৬৪-৬৫ সালের জন্য মুর্শিদাবাদ সুইমিং য়্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন পদে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হন।

সভাপতি—শ্রীদীপকুমার সেন, পুলিশ সুপার, সহ-সভাপতিগণ—শ্রীপি, সি, ঘোষ, অধ্যক্ষ এম, আই, টি, শ্রীবিমল দাশগুপ্ত, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ওয়েলফেয়ার হোম, শ্রীসামসুদ্দিন আমেদ, ডাঃ সৌরীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য; প্রধান পরামর্শদাতা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়; যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীসুধীররঞ্জন সান্যাল ও শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র সাহা; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীআশুতোষ মজুমদার; হিসাব পরীক্ষক—শ্রীকালীপদ সিংহ।

সীমান্তে তিনজন রাখাল নিহত ও পাঁচজন গুরুতর আহত

একশত গো-মহিষ অপহৃত

জঙ্গিপুর মহকুমার সমসেরগঞ্জ থানায় শিবনগর ঘাটের নিকট প্রায় দুইশত পাকদুর্বৃত্ত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রাইফেলধারী একদল পাকিস্তানী ফোর্সের সহায়তায় মুর্শিদাবাদ সীমান্তের ভিতরে প্রবেশ করিয়া গো-রক্ষকদের নিকট হইতে প্রায় একশতটি গরু মহিষ বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া পাকিস্তানে চলিয়া যায়। গো-রক্ষকরা বাধা দেওয়ার সময় তিনজন গো-রক্ষক নিহত ও পাঁচজন মারাত্মকভাবে আহত হইয়াছে। প্রকাশ, মুর্শিদাবাদ সীমান্তের কাছে কয়েকজন গোয়ালা গরু মহিষ চরাইয়া বাড়ীর পথে ফিরিবার সময় প্রায় দুইশত পাকিস্তানী দুর্বৃত্ত ও রাইফেলধারী পুলিশ তাহাদের গতিরোধ করে এবং গরু মহিষগুলি বলপূর্ব্বক পাকিস্তানের দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। মাত্র কয়েকজন গোয়ালা প্রবলভাবে বাধা দেওয়ায় ঘটনাস্থলেই নাকি তিনজন মারা যায় এবং পাঁচজন ভীষণভাবে আহত হয়। কয়েকজনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। পাকিস্তানী দুর্বৃত্তগণ নাকি পূর্ব্ব হইতেই ওৎ পাতিয়া বালির চরে লুকাইয়াছিল।

বিজ্ঞপ্তি

কান্দি—ঝিকরাহাটি রুটে একটি বাস চালাইবার একটি স্থায়ী রুট পারমিটের জন্য নির্দ্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকারের অফিসে নির্দ্ধারিত ফরম পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক দরখাস্তের সহিত দরখাস্ত ফি বাবদ ৫ টাকা জমা দিবার ট্রেজারি চালান যুক্ত করিতে হইবে, অন্যথায় কোন দরখাস্ত বিবেচিত হইবে না। দরখাস্তসমূহ মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকার সচিব কর্ত্তৃক ১৯৬৪ সালের ১৫ জুলাই (বিকাল ৫টা) পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে।

Notice

It is notified for general information that the Commissioners of Jangipur Municipality at their meeting held on 5. 6. 64, have accepted 'Leave Rules' framed by the Government for their employees. A copy of the same has been kept in the Municipal office for inspection by interested parties within one month from date during office hours. The matter will again be taken up for confirmation after one month. Any suggestion in the matter will be considered before the matter is sent to Government for publication in the Gazette.

Sd M. P. Chatterji
Chairman, Jangipur Municipality.
26. 6. 64

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৩ই জুলাই, ১৯৬৪

১৯৬৪ সালের ডিক্রীজারী

১১ স্বত্ব ডিঃ বিষ্ণুমণি দাসী দিং দেং পতিতপাবন দাস দিং দাবি ১৮৫ টাকা ২৭ নং পং থানা সুতী মৌজে ফতেপুর ৩৩ শতক জমি আঃ ১০০৲ খং ৫৭২

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম
কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে
সি, কে, সেনের নাম সবাই
জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে
হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে
ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা
তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের
আমলা তেল
(সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ)
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীনবীগোপাল সেন,** কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং *বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি* ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮৩।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

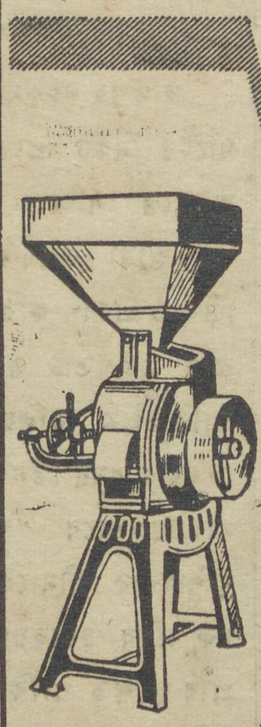

★আই,সি,আই পেইন্ট
★মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
★যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
★ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

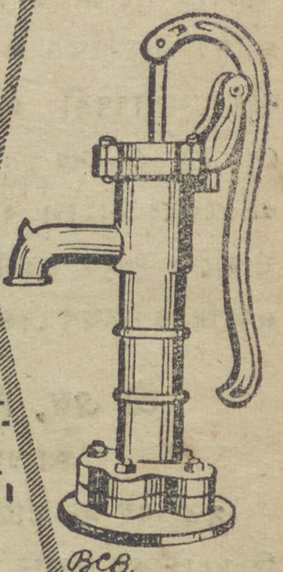

বিক্রেতা:—

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর
খাগড়া মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ·০৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।